জৈবসন্ত্রাস এ্যাক্ট ২০০২
Bioterrorism Act 2002

যুক্তরাষ্ট্র স্বাস্থ্য ও মানবসেবা অধিদপ্তর
খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন

US Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration (FDA)

বাংলাদেশ শ্রিম্প ফাউন্ডেশন

মুখবন্ধ

যুক্তরাষ্ট্রের বায়োটেররিজম এ্যাক্ট ২০০২ তথা জৈব সন্ত্রাস এ্যাক্ট ২০০২ -এর কতগুলি বিষয় অতি জরুরী। চিংড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত সবার এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অল্প কথায় বিষয়গুলি জানার জন্য এই পুস্তিকাটি তৈরী। জৈবসন্ত্রাস এ্যাক্ট ২০০২ পাঁচটি শিরোনামে বিভক্ত। তার মধ্যে ৩নং শিরোনামে উল্লেখিত বিষয় **"সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অব দি ফুড এন্ড ড্রাগ সাপ্লাই (খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা)"** হল বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানীকৃত চিংড়ি, মাছ ও অন্যান্য খাদ্যসমগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিষয়ক অধিদপ্তরের **ফুড এন্ড ড্রাগ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন (FDA/ এফডিএ)** নামক প্রতিষ্ঠান নির্দেশনামূলক বিধি প্রণয়ন সহ খাদ্য নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমদানীকৃত খাদ্যসামগ্রী মানুষ ও পশুপাখীর জন্য নিরাপদ তা নিশ্চিত করার জন্য এই সংস্থা চারটি নতুন বিধিমালা তৈরী করছে। এই বিধিমালাগুলি জানা খুবই দরকার। এই বিধিমালার মধ্যে ১ম টি হল অতি জরুরী। এতে বলা হয়েছে যে দেশী (যুক্তরাষ্ট্র) বা বিদেশী যে সকল প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ অথবা পশুর ভক্ষণের জন্য খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কজাতকরণ, বিতরণ, গ্রহণ অথবা মজুদ করে থাকে তাদেরকে অবশ্যই ২০০৩ সালের ১২ ই অক্টোবর থেকে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে এফডিএ প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন করতে হবে। অন্যথায় ওসকল স্থাপনাকে এফডিএ নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে সকল স্থাপনার জন্য রেজিষ্ট্রেশন প্রয়োজন তা এই পুস্তিকার ৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব নিবন্ধনযোগ্য সকল স্থাপনার উচিত কাল বিলম্ব না করে নিবন্ধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। **নিবন্ধন করতে কোন ফি লাগবে না।**

নিবন্ধনের জন্য এফডিএ ফরমে দরখাস্ত করতে হবে। এ ফরম যে ওয়েব-সাইটে পাওয়া যাবে তা হল: http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/02n-0276-insert.pdf.pdf নিবন্ধন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এফডিএ ই-মেইলের মাধ্যমে দরখাস্ত পাঠানর উপর জোর দিয়েছে। প্রয়োজনীয় FDA (এফডিএ) ফরম সংগ্রহ করতে অসুবিধা হলে বাংলাদেশ শ্রিম্প ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

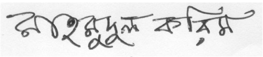

মাহমুদুল করিম
এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ শ্রিম্প ফাউন্ডেশন

দ্রষ্টব্যঃ এই পুস্তিকার বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতা ও মান বৃদ্ধির জন্য আপনার পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

জৈবসন্ত্রাস এ্যাক্ট ২০০২
Bioterrorism Act 2002

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস পাবলিক হেলথ সিকিউ-রিটি অ্যান্ড বায়োটেররিজম প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স এ্যাক্ট ২০০২ (জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও জৈবসন্ত্রাস প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ এ্যাক্ট ২০০২) অনুমোদন করে। ২০০২ সালের ১২ই জুন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এই এ্যাক্টে স্বাক্ষর করলে তা আইনে পরিণত হয়। এই নতুন আইন সংক্ষেপে '**বায়োটেররিজম অ্যাক্ট ২০০২**' বা '**জৈবসন্ত্রাস এ্যাক্ট ২০০২**' নামে পরিচিত। এই এ্যাক্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে এফডিএ'র এই ওয়েব-সাইটে যেতে হবে: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

নতুন এই এ্যাক্ট বা আইনে পাঁচটি শিরোনাম:

১. ন্যাশনাল প্রিপেয়ার্ডনেস (জাতীয় প্রস্তুতি)
২. বায়োলজিক্যাল এজেন্ট্স অ্যান্ড টক্সিন্স (বিপদজনক জৈব এজেন্ট ও বিষাক্ত পদার্থ)
৩. সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অব দি ফুড এন্ড ড্রাগ সাপ্লাই (খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা)
৪. ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি (পানীয় জলের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা)
৫. অ্যাডিশনাল প্রভিশন্স (অতিরিক্ত শর্তাবলি)।

জৈবসন্ত্রাস আইনের তৃতীয়টি খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহের নিরাপত্তা সম্পর্কিত। এ অংশটি চিংড়ি রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের চিংড়ি, মাছ ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য রপ্তানি শিল্পের জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

জৈবসন্ত্রাসের হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সহায়তার জন্য এই আইনে বহু সংখ্যক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইচছাকৃতভাবে খাদ্য দ্রব্য দূষিতকরণের হুমকির প্রেক্ষিতে দেশের খাদ্য সরবরাহকে নিরাপদ রাখতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য হেলথ এন্ড হিউম্যান সর্ভিসেস (এইচএইচএস) তথা স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিষয়ক সচিবকে নতুন কর্তৃত্ব প্রদান হল এ সমস্ত বিধানের মধ্যে একটি।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিষয়ক অধিদপ্তরের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ শাখার নাম খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন যার ইংরেজী নাম **ফুড এন্ড ড্রাগ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন**। সংক্ষেপে এই প্রতিষ্ঠান **FDA (এফডিএ)** নামে সুপরিচিত। এই প্রতিষ্ঠান চারটি প্রধান বিধি প্রণয়ন সহ খাদ্য নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমান পুস্তিকাটি তৈরির উদ্দেশ্য

হচ্ছে এই সংস্থার খাদ্য নিরাপত্তামূলক বিধানগুলো সম্পর্কে সকলকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া। এফডিএ'র অধীনে বায়োটেররিজম এ্যাক্টের বিধিমালা এবং তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে এই সংস্থার পরিকল্পনা সম্পর্কে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য ওয়েবসাইটে http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html পাওয়া যাবে।

চারটি নতুন বিধিমালা

বায়োটেররিজম এ্যাক্টে নিম্নবর্ণিত প্রধান বিধানসমূহের আলোকে এফডিএ বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করবে।

১. খাদ্য স্থাপনা রেজিষ্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ: দেশী (যুক্তরাষ্ট্র) বা বিদেশী যে সকল প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ অথবা পশুর ভক্ষণের জন্য খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কজাতকরণ, বিতরণ, গ্রহণ অথবা মজুদ করে থাকে তাদেরকে অবশ্যই ২০০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে এফডিএ-র আওতায় নিবন্ধন করতে হবে। এই নিবন্ধন বা রেজিষ্ট্রেশনের সময় প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা প্রভৃতিসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য এফডিএ ফরমে লিপিবদ্ধ করে এফডিএ-র নিকট দাখিল করতে হবে।

যাদের বেলায় নিবন্ধন প্রযোজ্য হবে না:

- **খামার, রেস্তোঁরা, খুচরা খাদ্য পরিবেশক, অ-লাভজনক খাদ্য তৈরী ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান**
- **এমন মৎস্য ট্রলার বা মাছ ধরা নৌযান যা মৎস্য প্রক্রিয়াকরণের সাথে যুক্ত নয়**
- **যুক্তরাষ্ট্র কৃষি দফতরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য যথা পশু মাংস, হাঁস-মুরগীর মাংস, ডিম, প্রক্রিয়াজাত ডিম, ইত্যাদি স্থাপনাসমূহ।**

এছাড়া যে সকল বিদেশী স্থাপনায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যসামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অপর কোন স্থাপনায় আরো অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত বা মোড়কজাত হয়ে থাকে সে সকল স্থাপনাকেও নিবন্ধীকরণ শর্ত থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। তবে, এই পরবর্তী বিদেশী প্রতিষ্ঠান যদি শুধুমাত্র লেবেল লাগানোর মতো একেবারে মামুলি ধরনের কাজ সম্পাদন করে তাহলে উভয় প্রতিষ্ঠানকেই এফডিএ'র সঙ্গে নিবন্ধিত হতে হবে।

দ্রষ্টব্য: ২০০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে এফডিএ-কে অবশ্যই চূড়ান্ত বিধিমালা প্রণয়ন শেষ এবং তা বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। উল্লিখিত তারিখের মধ্যে বিধিমালা চূড়ান্ত না হলেও জৈবসন্ত্রাস আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বর্ণিত শেষ তারিখের মধ্যে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে।

২. খাদ্য জাহাজিকরণের অগ্রীম নোটিশ: ২০০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর কিংবা তৎপরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবার খাদ্য সামগ্রী জাহাজিকরণের আগে এফডিএ-কে অবশ্যই আগাম নোটিশ দিতে হবে।

নোটিশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ থাকতে হবে:

- **পণ্যের বর্ণনা,**
- **পণ্যের প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান ও জাহাজির নাম,**
- **উৎপাদনকারীর নাম (যদি জানা থাকে),**
- **উৎপাদনকারী দেশের নাম,**
- **যে দেশ থেকে পণ্যটি জাহাজিকরণ করা হয়েছে, এবং**
- **প্রত্যাশিত পোর্ট অব এন্ট্রি তথা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বন্দরের নাম।**

দ্রষ্টব্য: ২০০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে এফডিএ-কে অবশ্যই চূড়ান্ত বিধিমালা ঘোষণা করতে হবে। এমনকি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে বিধিমালা চুড়ান্ত না হলেও 'জৈবসন্ত্রাস আইন ২০০২' মোতাবেক আমদানিকারকদের অবশ্যই এফডিএ-কে নোটিশ প্রদান করতে হবে।

৩. তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড সংরক্ষণ: খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কজাতকরণ, পরিবহন, বিতরণ, গ্রহণ, গুদামজাত, অথবা আমদানির সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গকে এফডিএ কর্তৃক প্রত্যাশিত সকল ধরনের তথ্য লিপিবদ্ধ করে তা রেকর্ড আকারে সংরক্ষণ করতে হবে। আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের পূর্ববর্তী উৎস এবং আমদানির পর প্রথম তা কোন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করছে (অর্থাৎ কোন উৎস থেকে খাবার আসছে এবং কারা সে খাদ্য গ্রহণ করছে) তা সনাক্ত করার জন্য এসব রেকর্ড এফডিএ'র জন্য অত্যাবশ্যক[১]। কোন খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ অথবা পশুর স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা হুমকির মুখে পড়লে সেই খাদ্যদ্রব্যের উৎস নিরূপণ করা এফডিএ-র পক্ষে সম্ভব হবে। খামার বা রেস্তোঁরা উলেখিত রেকর্ড রাখার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবে।

দ্রষ্টব্য: ২০০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে এফডিএ-কে অবশ্যই চূড়ান্ত তথ্য সংগ্রহ রেকর্ড সংক্রান্ত বিধিমালা জারি করতে হবে।

৪. প্রশাসনিক আটকাদেশ: আমদানিকৃত যেকোন খাদ্যসামগ্রী এফডিএ প্রশাসনিক আদেশবলে আটক করতে পারে যদি তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা তথ্য থাকে যে উক্ত

১. US FDA-এর HACCP নিয়মানুসারে অবশ্য চিংড়ি বা মাছ উৎপাদনের উৎস থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সর্বস্তর traceble বা চিহ্নিতযোগ্য হতে হবে।

খাদ্য মানুষ বা পশুস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ অথবা এর ফলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। বায়োটেররিজম অ্যাক্ট বা জৈবসন্ত্রাস আইন অনুসরণে এফডিএ পচনশীল খাদ্য ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে, তবে এজন্য কোন চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি।

নতুন নির্দেশিকা

বায়োটেররিজম অ্যাক্ট-এ অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি বিধান নিয়ে এফডিএ বর্তমানে একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ করছে। আইনের যে বিধানসমূহ এফডিএ-র ফিল্ড অফিসগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে উক্ত নির্দেশিকায় তার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করা হবে । এফডিএ বর্তমানে যে সব বিধানের ওপর নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ করছে তার মধ্যে কয়েকটি হলো:

আইনের সাহায্যে নিবৃত রাখা: খাদ্য আমদানির সাথে সংশিষ্ট গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে অথবা মানুষ বা পশুস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অথবা হুমকিস্বরূপ এমন বিষাক্ত খাদ্য আমদানির সাথে জড়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এফডিএ আইনের সাহায্য নিয়ে খাদ্য আমদানি থেকে নিবৃত রাখতে পারে। এভাবে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির আমদানি বা তার সহায়তায় আমদানি করা খাদ্যদ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বন্দরে আটক করা হতে পারে। আইনের চোখে নিষিদ্ধ বা ক্ষতিকর নয় এমন কোন ব্যক্তির প্রস্তাব অনুযায়ী এই আটককৃত খাদ্যদ্রব্য তার কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে। তবে এই ব্যক্তিকে তাঁর নিজ খরচে প্রমাণ করতে হবে যে, এই খাদ্যসামগ্রী এফডিএ-র মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মার্কিং বা চিহ্নিতকরণ: যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পায়নি, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা অধিদপ্তরের সচিবকে সেগুলো চিহ্নিত (লেবেলিং) করতে হতে পারে। প্রেরিত মালের স্বত্বাধিকারী অথবা প্রাপকের খরচে এই মার্কিং কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

পোর্ট শপিং: যে সব খাদ্যসামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পায় নি, তা যদি আবার আমদানি করার প্রস্তাব দেয়া হয় তবে সেগুলো ভেজাল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমদানিইচ্ছুক ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারেন যে, ওই খাদ্যসামগ্রীর মান এফডিএ'র নির্ধারিত মানের সঙ্গে বর্তমানে সঙ্গতিপূর্ণ।

রপ্তানির জন্য আমদানি: যুক্তরাষ্ট্রে আমদানিযোগ্য নয় এমন কিছু খাদ্যসামগ্রী যেমন ফুড এডিটিভ (খাদ্য সংযোজক), ফুড কালার (খাদ্য রঞ্জক) অথবা সম্পূরক খাদ্য যা কেবল যুক্তরাষ্ট্র থেকে রপ্তানিদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে এই মর্মে আমদানির অনুমতি সংক্রান্ত নির্দেশিকার কথা এফডিএ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে। এ জাতীয় আমদানির সমর্থনে কী ধরনের আইনগত চাহিদা মেটানো প্রয়োজন, মূল মালিক বা প্রেরণকারীকে এসব দ্রব্যাদি প্রসেসিং-এর মাধ্যমে পণ্যে রূপান্তরের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে তা কীভাবে রপ্তানি করতে হবে, প্রাথমিক আমদানির সময় আমদানিকারীকে কী কী তথ্য সহ বন্ড বা অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে, এবং মূল মালিক বা প্রেরণকারীকে কী ধরনের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে এই নির্দেশিকায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র স্বাস্থ্য ও মানবসেবা অধিদপ্তরের সচিব এসব দ্রব্য প্রবেশের অনুমতি নাও দিতে পারেন, যদি তাঁর কাছে এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকে যে, পেশকৃত কাগজপত্র তথ্যনিষ্ঠ নয়।

রেগুলেটরি প্রসিডিউরস ম্যানুয়াল, পরিচ্ছেদ ৯ , 'রপ্তানির জন্য আমদানি' শীর্ষক এই দলিলের কপি Division of Import Operations and Policy (HFC-170), Office of Regulatory Affairs, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20852 থেকে এবং ইন্টারনেটের http://www.fda.gov/ora/compliance ref/rpm new2/ch9impex.html এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যেতে পারে।

জনগণের মন্তব্যের জন্য সুযোগ

প্রস্তাবিত বিধিমালার ওপর মন্তব্য : যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে প্রস্তাবিত বিধিমালা ফেডারেল রেজিষ্টারে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যাতে আগ্রহী পক্ষগুলো তাদের মন্তব্য পেশ করার সুযোগ পায়। প্রকাশিত হবার ৬০ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত বিধিমালার রূপরেখার ওপরে মন্তব্য দেওয়ার সুযোগ থাকে। চূড়ান্ত বিধি যথাসময়ে ফেডারেল রেজিষ্টারে প্রকাশিত হবে।
প্রকাশিত হবার পর এই প্রস্তাবিত বিধিমালার কপি পেতে হলে Dockettes Management Branch, Food and Drugs Administration, 5630 Fishers Lane, Room 1061, Rockville, MD 20852. - এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

চূড়ান্ত বিধিমালার ওপর মন্তব্য: চূড়ান্ত নির্দেশিকা দলিল প্রকাশের পূর্বে এফডিএ, খসড়া দলিলের ওপর মন্তব্য গ্রহণ করবে। এমনকি চূড়ান্ত নির্দেশিকা দলিল প্রকাশিত হবার পরেও কোন মন্তব্য পাওয়া গেলে তা বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে।

প্রস্তাবিত বিধি এবং/অথবা গাইডেন্স ডকুমেন্ট-এর ওপর লিখিত মন্তব্য যে ঠিকানায় পাঠানো যাবে তা হলো: Dockettes Management Branch (HFA-305), Food and Drugs Administration, 5630 Fishers Lane, Room 1061, Rockville, MD 20852. এছাড়া ইন্টারনেটের http://www.fda.gov/dockets/ecomments এই ওয়েবসাইটে মন্তব্য পাঠানো যাবে। মন্তব্য পাঠানোর সময় ডকেট নম্বর অন্তর্ভুক্ত করাটা জরুরী।

কতগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

নতুন বিধিমালার অধীন কাদেরকে অবশ্যই রেজিষ্ট্রার্ড বা নিবন্ধিত হতে হবে?

দেশী (যুক্তরাষ্ট্র) ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান যারা মানুষ বা পশুর গ্রহণের জন্য খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়া ও মোড়কজাতকরণ অথবা যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য মজুদ রাখে, সেই সব প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই এফডিএ'র অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে। দেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের খাদ্যসামগ্রী যদি আন্ত:রাষ্ট্র বাণিজ্যে প্রবেশ না করে তবুও ওই সব প্রতিষ্ঠানকে এফডিএ'র আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে। কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের খাদ্যসামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হবার আগে যদি অপর কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান দ্বারা তা প্রক্রিয়া ও মোড়কজাতকরণ করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে তাদের এফডিএ'র আওতায় রেজিষ্ট্রেশন দরকার হবে না। পরবর্তীতে প্রক্রিয়া ও মোড়কজাতকারী প্রতিষ্ঠানে যদি শুধুমাত্র লেবেল লাগানর মতো সাধারণ একটি কাজ করা হয়, তাহলে অবশ্য ওই উভয় প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত হতে হবে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য ২নং পৃষ্ঠায় "খাদ্য স্থাপনা রেজিষ্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ" অনুচ্ছেদ দেখতে হবে।

নিবন্ধনের আওতা থেকে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানকে রেহাই দেয়া হয়েছে?

যে সব প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের আওতামুক্ত থাকবে, সেগুলি হলো: খামার, খাদ্যদ্রব্যের খুচরা বিক্রেতা, রেস্তোঁরা, অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান যেখানে ভোক্তাদের জন্য অথবা তাদের কাছে সরাসরি পরিবেশনের জন্য খাবার প্রস্তুত করা হয়; মাছ ধরার সে সব ট্রলার বা জাহাজ যেগুলিতে চিংড়ি বা অন্য কোন মাছ প্রক্রিয়াজাত করা হয় না, এবং যুক্তরাষ্ট্র কৃষি দফতরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য যথা পশু মাংস, হাঁস-মুরগীর মাংস, ডিম, প্রক্রিয়াজাত ডিম, ইত্যাদি স্থাপনাসমূহ।

রেজিষ্ট্রেশন ফরম কীভাবে পাওয়া যাবে?

এ ফরম এফডিএ ওয়েবসাইটের যে ঠিকানায় পাওয়া যাবে, তা হল:
http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/02n-0276-insert.pdf.pdf

রেজিষ্ট্রেশন তথা নিবন্ধনের জন্য কি কোন ফি দিতে হবে?

নিবন্ধনের জন্য কোন প্রকার ফি দিতে হবে না।

১২ই ডিসেম্বর, ২০০৩-এর মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হতে ব্যর্থ হলে কী ঘটবে?

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান যদি নিবন্ধিত হতে ব্যর্থ হয় তাহলে 'জৈবসন্ত্রাস আইন' অনুযায়ী এফডিএ সেটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে।

কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান যদি নিবন্ধিত না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য আমদানির প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে 'জৈবসন্ত্রাস আইন' অনুযায়ী ওই খাদ্যসামগ্রী প্রবেশ বন্দরে আটক করা হবে। এফডিএ প্রস্তাব করছে যে, ওই খাদ্যসামগ্রী সরিয়ে ফেলার দায়-দায়িত্ব হবে খাদ্যসামগ্রীর মালিক, ক্রেতা, আমদানিকারক, অথবা গ্রহীতার। মালগুলো কোথায় রাখা হচেছ সে বিষয়ে অতি দ্রুত এফডিএ-কে অবহিত করতে হবে। এসব খাদ্যসামগ্রী সরানো এবং সাময়িকভাবে গুদামজাত করার সকল ব্যয়ভার বহন করতে হবে বেসরকারি পার্টিগুলোকেই।

কী ধরনের নিবন্ধন পদ্ধতির প্রস্তাব করা হচেছ?

ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিংবা ডাকযোগে রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে। তবে ইলেক্ট্রনিক রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতির উপরই এফডিএ অগ্রাধিকার দিচেছ, কারণ এ পদ্ধতি দ্রুততর এবং সহজতর। বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে যে কোন দিন যে কোন সময় ইলেক্ট্রনিক রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করা সম্ভব। একটি রেজিষ্টারিং শাখায় ইলেক্ট্রনিক রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ করা হবে এবং রেজিষ্ট্রেশন পত্রের সবগুলো প্রয়োজনীয় ঘর পূরণ হওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর দেয়া যাবে। পক্ষান্তরে, ডাকযোগে রেজিষ্ট্রেশন করতে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত লেগে যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানগুলো কোন নাগাদ রেজিষ্ট্রেশন করা যেতে পারে?

রেজিষ্ট্রেশনের চূড়ান্ত সময়সীমা ২০০৩-এর ১২ই ডিসেম্বর। এই নির্ধারিত সময়সীমার দুই মাস আগে থেকে এফডিএ'র ইলেক্ট্রনিক এবং ডাকযোগে নিবন্ধন ব্যবস্থা উভয়ই চালু করার পরিকল্পনা করছে। আগামী ১২ই অক্টোবর, ২০০৩ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত রেজিষ্ট্রেশন বিধি অথবা ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন না হলে এফডিএ'র চূড়ান্ত রেজিষ্ট্রেশন বিধি অথবা ডাকযোগে যে ঠিকানায় নিবন্ধনপত্র পাঠাতে হবে তদ্বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি ফেডারেল রেজিষ্টারে প্রকাশ করবে। এতে ডাকযোগে রেজিষ্ট্রেশন ফর্ম সংগ্রহের নিয়মাবলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মনযোগ আর্কষণ: আগামী ১২ই অক্টোবর, ২০০৩ তারিখের আগে এফডিএ'র নিকট রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্র পাঠানোর প্রয়োজন নেই। এই তারিখের আগে ডাকযোগে পাঠানো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

এই প্রস্তাবের আওতায় কতসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন দেয়া প্রয়োজন?

এফডিএ ধারণা করছে যে, আনুমানিক ২০২,০০০ (দুই লক্ষ দুই হাজার) অভ্যন্তরীণ বা দেশী এবং ২০৫,০০০ (দুই লক্ষ পাঁচ হাজার) বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে এই প্রস্তাবের আওতায় নিবন্ধন করতে হতে পারে।

বাংলাদেশের যে সকল চিংড়ি স্থাপনার জন্য এফডিএ নিবন্ধন প্রয়োজন

বাংলাদেশ শ্রীম্প ফাউন্ডেশন (বিএসএফ) যুক্তরাষ্ট্র এফডিএ'র (US-FDA) কাছে কতগুলি প্রশ্ন পাঠায়। নীচের টেবিলে প্রশ্নগুলি ও এফডিএ'র উত্তর সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হল।

বিএসএফ এর প্রশ্ন ঃ নিম্নলিখিত স্থাপনাসমূহ কি রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে?	এফডিএ'র উত্তর
চিংড়ি খামার	না
চিংড়ি পরিবহন যান	না
চিংড়ি ডিপো	না
চিংড়ি খাদ্য তৈরী কারখানা	বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য দরকার নেই; যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করতে হলে রেজিষ্ট্রেশন প্রয়োজন
চিংড়ি সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত বরফের কল	না
চিংড়ি প্রসেসিং ফ্যাক্টরি	হ্যাঁ
কোন ফ্যাক্টরিতে প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি উক্ত ফ্যাক্টরির বাইরে এনে যদি অন্য কোন স্থাপনা (যেমন হিমাগার) তা সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ করে তবে এ স্থাপনা কি রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে?	শেষোক্ত স্থাপনা কে অবশ্যই রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

- **বিদেশের (যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে) স্থাপনাসমূহের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শেষ স্থাপনায় অর্থাৎ প্রসেসিং ফ্যাক্টরীতে যেখানে উলেখ্যযোগ্য ভাবে (চিংড়ির দেহে সরাসরি স্পর্শ করতে হয় এমন ভাবে) প্রক্রিয়াকরণ হয়েছে, তার রেজিষ্ট্রেশন প্রয়োজন।**

- **পরবর্তী বিদেশী কোন স্থাপনা যদি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণ, রণাবেক্ষণ অথবা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাহলে সে স্থাপনাও রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে।**

বাংলাদেশ শ্রীম্প ফাউন্ডেশনের জরুরী পরামর্শ

- বাংলাদেশের যে সকল চিংড়ি স্থাপনার জন্য এফডিএ নিবন্ধন প্রয়োজন তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা।
- নিবন্ধনযোগ্য স্থাপনাগুলি যেন সঠিকভাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে ২০০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে যথারীতি নিবন্ধিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- এফডিএ'র প্রয়োজন অনুসারে বংলাদেশের স্থাপনাগুলি যেন সকল তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ ও রেকর্ড আকারে সংরক্ষণ করতে পারে এবং এফডিএ'র নিয়ম-কানুনগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করা।

দৃষ্টি আর্কর্ষণ! দৃষ্টি আর্কর্ষণ! দৃষ্টি আর্কর্ষণ!

এফডিএ প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধীকরণ

শুরু: ১২ই অক্টোবর ২০০৩

শেষ তারিখ: ১২ই ডিসেম্বর ২০০৩

বাংলাদেশ শ্রিম্প ফাউন্ডেশন

বাড়ী ৪৭, সড়ক ২৩, ব্লক বি, বনানী, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফোন: ৯৮৮৭৭৩১, ৯৮৯২৭০৯, ফ্যাক্স: ৯৮৯২৭০৯

ইমেইল: info@shrimpfoundation.org

ওয়েবসাইট: www.shrimpfoundation.org